রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১১, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ পৌষ, ১৪২৪ মোতাবেক ০৯ জানুয়ারি, ২০১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ পৌষ, ১৪২৪ মোতাবেক ০৯ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০১/২০১৮

প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের নিয়োগ, বেতন, ভাতা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণের জন্য আনীত বিল

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬২ (১) (গ) এর নির্দেশনার আলোকে প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের নিয়োগ, বেতন, ভাতা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের (নিয়োগ, বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা) আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(ক) **"কমিশন্ড অফিসার"** অর্থ Army Act, 1952 (Act No. XXXIX of 1952) Gi Section 8(12), Navy Ordinance, 1961 (Ordinance No. XXXV of 1961) এর Section 4(xxvii) এবং Air Force Act, 1953 (Act No. VI of 1953) এর Section 4(xxiv) এ সংজ্ঞায়িত "officer";

(খ) **"প্রতিরক্ষা বাহিনী"** অর্থ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী;

(গ) **"প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধান" বা "বাহিনী প্রধান"** অর্থ প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের যে কোন একটি বাহিনী প্রধান;

(ঘ) **"বাহিনী"** অর্থ প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের যে কোন একটি বাহিনী; এবং

(ঙ) **"বিধি"** অর্থ এই আনের অধীন প্রণীত বিধি।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন দলিল, আদেশ, নির্দেশ, চুক্তি বা চাকরির শর্তাদিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **বাহিনী প্রধান পদে নিয়োগদান ও মেয়াদ**।—(১) রাষ্ট্রপতি, সংশ্লিষ্ট বাহিনীর কমিশন্ড অফিসারগণের মধ্য হইতে বাহিনী প্রধান পদে নিয়োগদান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে বাহিনী প্রধানের নিয়োগের মেয়াদ হইবে, একসঙ্গে বা বর্ধিতকরণসহ, নিয়োগ প্রদানের তারিখ হইতে অনূর্ধ্ব ৪(চার) বৎসর।

(৩) রাষ্ট্রপতি, জনস্বার্থে, বাহিনী প্রধানের নিয়োগের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাঁহাকে অবসর প্রদান করিতে পারিবেন।

৫। **বাহিনী প্রধান পদের বেতন**।—(১) প্রতি মাসে বাহিনী প্রধানের বেতন হইবে ৮৬,০০০ (ছিয়াশি হাজার) টাকা।

(২) বাহিনী প্রধান, উক্ত পদে বহাল থাকাকালীন, ধারা ৬ এর দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঝ) এ উল্লিখিত ভাতাদি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত বেতনের বর্ধিতাংশ হিসাবে, প্রতি মাসে প্রাপ্য হইবেন।

৬। **বাহিনী প্রধান পদের ভাতাদি**।—বাহিনী প্রধান, উক্ত পদে বহাল থাকাকালীন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রতি মাসে নিম্নবর্ণিত ভাতাদি, উহাদের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ ও হারে, প্রাপ্য হইবেন, যথাঃ—

(ক)	ডিস্টারবেন্সভাতা	-	৭০৩ (সাতশত তিন টাকা);
(খ)	কমান্ডভাতা	-	৩২৫০ (তিন হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা;
(গ)	যোগ্যতাভাতা	-	৮০৩ (আটশত তিন) টাকা;
(ঘ)	প্রতিরক্ষা সার্ভিসভাতা	-	৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা;
(ঙ)	আপ্যায়নভাতা	-	২০০০ (দুই হাজার) টাকা;
(চ)	কিটভাতা	-	১২০০ (এক হাজার দুইশত) টাকা;
(ছ)	ক্ষতিপূরণার্থ ব্যাটম্যান রশদভাতা	-	১০৮৫ (এক হাজার পঁচাশি) টাকা;
(জ)	ব্যাটম্যানভাতা	-	৬০০ (ছয়শত) টাকা;
(ঝ)	উড্ডয়নভাতা	-	বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে;
(ঞ)	শিক্ষা সহায়কভাতা	-	বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে;
(ট)	পদকভাতা	-	বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে; এবং
(ঠ)	প্রচলিত অন্য কোন ভাতা, যদি থাকে।		

৭। **বাহিনী প্রধান পদের অন্যান্য ভাতাদি**।—(১) বাহিনী প্রধান, উক্ত পদে নিয়োজিত থাকাকালীন, এককালীন ২৩,৯৯০ (তেইশ হাজার নয়শত নব্বই) টাকা আউটফিটভাতা এবং প্রতি বৎসর তাঁহার বেতনের সমপরিমাণে দুইটি উৎসবভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) বাহিনী প্রধান, উক্ত পদে নিয়োজিত থাকাকালীন, শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে ভ্রমণভাতা এবং ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত বেতনের ২০% (শতকরা কুড়ি ভাগ) হারে বাংলা নববর্ষভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বাংলা নববর্ষভাতা পাইবার ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ১৪-১০-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০১৮.৭৮ অনুসরণ করিতে হইবে।

৮। **বাহিনী প্রধান পদের অন্যান্য সুবিধাদি**।—বাহিনী প্রধান, উক্ত পদে বহাল থাকাকালীন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও হারে, নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন, যথা :—

(ক) বিশেষ আবাসিক ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি;

(খ) সার্বক্ষণিক সরকারি গাড়ি;

(গ) সামরিক হাসপাতালে বিনা খরচে নিজ ও পরিবারের চিকিৎসা;

(ঘ) রেশন;

(ঙ) ভবিষ্য তহবিল;

(চ) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সহায়ক জনবল; এবং

(ছ) প্রচলিত অন্য কোন সুবিধা, যদি থাকে।

৯। **বাহিনী প্রধানের অবসর**।—(১) কোন বাহিনীর সক্রিয় পদে থাকাকালীন কোন কমিশন্ড অফিসার উক্ত বাহিনীর প্রধান পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, বাহিনী প্রদান পদে নিয়োগের অবসান হইবার দিন হইতে তিনি অবসরপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অবসরপ্রাপ্ত কোন বাহিনী প্রধান অবসর প্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তী অনূর্ধ্ব এক বৎসর সময় পর্যন্ত অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন, যদি অনুরূপ ছুটি তাঁহার ছুটির হিসাবে সঞ্চিত থাকে।

১০। **বাহিনী প্রধানের স্বেচ্ছা অবসর**।—(১) কোন বাহিনী প্রধান স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, অবসর গ্রহণের অভিপ্রায় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া যে কোন সময় স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আদেশ জারির তারিখে কার্যকর হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পর উহা পরিবর্তন বা প্রত্যাহার করা যাইবে না।

১১। **বাহিনী প্রধানদের অবসরভাতা, ইত্যাদি**।—(১) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঝ) এ উল্লিখিত ভাতাসমূহ অবসর-উত্তর পেনশন নির্ধারণের জন্য ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বেতনের সহিত যুক্ত হইবে।

(২) বাহিনী প্রধান, স্বীয় পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে বিশেষ অতিরিক্ত অবসরভাতা ও অবসরভাতার বাহিনী প্রধান ভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং উহা বাহিনী প্রধানের নিরূপিত মোট অবসরভাতার সহিত যুক্ত হইবে।

(৩) বাহিনী প্রধান সামরিক কোন পদবী হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইলে যে সকল খাতে অবসরভাতা প্রাপ্য হইতেন, তন্মধ্যে পেনশনযোগ্য যে কোন এক বা একাধিক অবসরভাতা ও সুবিধাদি বাহিনী প্রধান হিসাবে অবসরে যাওয়ার কারণে প্রাপ্ত না হইলে উহাও প্রাপ্য হইবেন।

(৪) বাহিনী প্রধান, প্রতি বৎসর অবসরভোগী বা, ক্ষেত্রমত, আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগী হিসাবে নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে দুইটি উৎসবভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৫) বাহিনী প্রধান, মাসিক নীট পেনশন গ্রহণকারী অবসরভোগী বা, ক্ষেত্রমত, আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগী হিসাবে বাংলা নববর্ষভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং উক্ত ভাতা পাইবার ক্ষেত্রে ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

১২। পুনঃনিয়োগ।—(১) বাহিনী প্রধান অবসরপ্রাপ্ত হইবার বা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিবার পর প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন সামরিক বা বেসামরিক পদে পুনঃনিয়োগ লাভে অযোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতি, জনস্বার্থে, আবশ্যক মনে করিলে, অবসরপ্রাপ্ত কোন বাহিনী প্রধানকে চুক্তি ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন বেসামরিক পদে নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(২) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা বাধা আরোপিত না হইয়া থাকিলে, অবসরপ্রাপ্ত কোন বাহিনী প্রধান সাংবিধানিক কোন পদে নিয়োগ লাভের জন্য অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না।

১৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৪। অন্যান্য বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীর প্রযোজ্যতা।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, সামরিক কর্মচারিগণের বেতন-ভাতাদি সম্পর্কে ২৯ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখের যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী ১/২০১৬ এর যতটুকু অংশ বাহিনী প্রধানগণের এই আইনের বর্ণিত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কিত, ততটুকু অংশ অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নির্দেশাবলীর আংশিক অকার্যকর হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত নির্দেশাবলীর অধীন বাহিনী প্রধানগণ যে সকল বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা আহরণ করিয়াছেন উহা এই আইনের অধীন আহরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। রহিতকরণ ও সংরক্ষণ।—(১) প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান পদে (নিয়োগদান ও মেয়াদ) আদেশ, ২০১৬, অতঃপর রহিত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত আদেশের অধীন ইতঃপূর্বে প্রদত্ত ও জারীকৃত সকল নিয়োগ আদেশ এমনভাবে কার্যকর থাকিবে, যেন উহা রহিত হয় নাই।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬১ থেকে ৬৩ প্রতিরক্ষা কর্ম-বিভাগ সম্পর্কিত। অনুচ্ছেদ ৬২ এর বিধানমতে, সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানগণের নিয়োগদান ও তাঁদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ করার বিধান থাকলেও দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানগণের নিয়োগ ও বেতন-ভাতাদি সম্পর্কিত কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

বর্তমানে প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানগণের নিয়োগ ও বেতন-ভাতাদির বিষয়টি, সংবিধানের নির্দেশনার আলোকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থিত না হয়ে, বর্তমানে যৌথ বাহিনী নির্দেশনাবলী (Joint Services Instructions) নামীয় ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা, অন্যান্য সকল সামরিক কর্মচারীর সাথে একীভূতভাবেই, ব্যবস্থিত হচ্ছে। এ ধরনের যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলীর পাঠোদ্ধার অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

বর্তমানে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬২(২) এর বিধানবলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আদেশ দ্বারা (আইন দ্বারা নয়) অনুচ্ছেদ ৬২(১) (গ) এর আংশিক, তথা বাহিনীসমূহের প্রধানগণের কেবল নিয়োগের বিষয়টি, ব্যবস্থিত হয়ে আসছে। কিন্তু বাকি অংশটুকু, অর্থাৎ, তাঁদের বেতন ও ভাতাদির বিষয়টি, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধান দ্বারা, কিংবা, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আদেশ দ্বারাও, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়ন করে বাহিনী প্রধানগণের নিয়োগ এবং বেতন ও ভাতাদি সম্পর্কিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে, বাহিনী প্রধানগণ চাকুরিকালীন যে সকল আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হন, কোন রকম পরিবর্তন ছাড়া, উহাদের হুবহু অন্তর্ভুক্ত করে আইনের একটি প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। খসড়াটির বিষয়ে প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, অর্থ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ এবং কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স-এর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর আইন, বিধি, বিধান, নির্দেশাবলী ও আদেশসমূহ সংশোধন/রহিতকরণ/ নতুনভাবে প্রণয়নপূর্বক যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির একাধিক সভায় খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়। প্রস্তাবিত খসড়াটি আইনে রূপান্তরিত হলে, প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধান পদে (নিয়োগদান ও মেয়াদ) আদেশ, ২০১৬ সম্পূর্ণ রহিত হবে এবং যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী ১/২০১৬ আংশিক অকার্যকর হবে।

প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের (নিয়োগ, বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা) আইন, ২০১৮ শীর্ষক বিলের খসড়া, ভেটিং সাপেক্ষে, মন্ত্রিসভা কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ করা হয়েছে। বিলটিতে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত থাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

বর্ণিত অবস্থাধীনে, প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের (নিয়োগ, বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা) আইন, ২০১৮ শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদের সদয় বিবেচনার নিমিত্ত উপস্থাপন করছি।

আনিসুল হক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

আ. ই. ম গোলাম কিবরিয়া
অতিরিক্ত সচিব (আইপিএ)।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd